শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

মুজিববর্ষ-পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ
মুজিববর্ষেই নিশ্চিত হবে শতভাগ বিদ্যুতায়ন

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

ISO 9001, ISO 14001 &
ISO 45001 Certified

জনসংযোগ পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
প্রশিক্ষণ একাডেমি ভবন (৩য় তলা)
নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯
ফোনঃ ০২-৮৯০০৩১৭
ই-মেইলঃ prdreb@gmail.com

বিষয়ঃ বাপবিবোর্ডের অংশীজনদের (লাইন/পূর্ত নির্মাণ ঠিকাদার, মালামাল সরবরাহকারী, পরিবহন ঠিকাদার ও ব্যাংক/বীমা/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্মানীত প্রতিনিধির) সাথে শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চা বিষয়ক ভার্চুয়াল সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	আবুল কালাম শামসুদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব ও সদস্য (প্রশাসন), বাপবিবোর্ড।
সভার তারিখ ও সময়	:	২৪-০৯-২০২০ খ্রিঃ, সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
সভার ধরণ	:	অনলাইন জুম মিটিং।

সভাপতি অনলাইনে সংযুক্ত সকল অংশীজন প্রতিনিধিকে শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চা বিষয়ক ভার্চুয়াল সভায় স্বাগত জানান। শুরুতে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও পরিচালক জনসংযোগ পরিদপ্তর জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেনকে অনলাইন জুম মিটিং এর সঞ্চালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। সভার প্রারম্ভে সিএসএন্ডএম পরিদপ্তরের পরিচালক জনাব কে,এম, নঈম খান শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চা বিষয়ে উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে এপিএ চুক্তি অনুযায়ী অংশীজনদের সাথে শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চা বিষয়ক সভা আয়োজন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে মোতাবেক করোনা পরিস্থিতির কারণে আয়োজিত অনলাইন জুম মিটিংএ যোগ দেয়ার জন্য সকল অংশীজনদের স্বাগত জানান এবং এই অর্থবছরে অনুষ্ঠিতব্য অবশিষ্ট ০৩ টি ত্রৈমাসিক অংশীজন সভায় সকলকে যোগদান করার জন্যও আহবান জানান।

২। আর্থিক মনিটরিং (উত্তরাঞ্চল/দক্ষিণাঞ্চল) পরিদপ্তরের পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন পাটোয়ারী গ্রাহক সেবার উদ্দেশ্যে ব্যাংক/বীমা/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দকে বিদ্যুৎ বিল গ্রহণের সময় বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ বিল বাবদ জমাকৃত অর্থ যথাসময়ে সমিতিতে হস্তান্তর এবং চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বেই তা নবায়নে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়াও, বিদ্যুৎ বিল প্রদানের জন্য ব্যাংকে আগত গ্রাহকদের উত্তম সেবা প্রদানের অনুরোধ করেন।

৩। হিসাব পরিদপ্তরের পরিচালক, জনাব আফজালুন নেছা, জনতা ব্যাংক, REB কর্পোরেট শাখা কর্তৃপক্ষকে আরইবির কর্মীদের আরও আন্তরিকভাবে সেবা দেয়ার অনুরোধ এবং ব্যাংক কর্তৃক সরকারী ভ্যাট/ ট্যাক্স যথাসময়ে সরকারকে পরিশোধ করার আহ্বান জানান। এছাড়া, ফান্ড কালেকশনের উদ্দেশ্যে অহেতুক চাপ সৃষ্টি থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন।

৪। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প),দেবাশীষ চক্রবর্তী লাইন নির্মাণ মূল ঠিকাদারদের উদ্দেশ্যে বলেন প্রত্যেক কন্ট্রাক্টের বিপরীতে মালামাল গ্রহণের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও সাব-কন্ট্রাক্টরদেরকে প্রদত্ত মালের হিসাব সংরক্ষণ ও তাদের কাজ মনিটরিং করার পরামর্শ দেন। কোনভাবেই যাতে গ্রাহক ঠিকাদারের প্রতিনিধি দ্বারা প্রতারিত না হন সেজন্য মূল ঠিকাদারদেরকে আরও বেশি সচেতন থাকার পরামর্শ দেন।

৫। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ), জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন বলেন যে, আরইবি শুদ্ধাচার চর্চায় অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সকল অংশীজনদের সাথে এ ধরণের সভা আয়োজনের ফলে সংস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অংশীজনদের পক্ষ থেকেও সংস্থার প্রতি অভিযোগ হ্রাস পেয়েছে।

৬। সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), জনাব অনজন কান্তি দাশ বলেন, ৪৬১টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম যেরূপ সফলতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে একইভাবে অফগ্রিড এলাকাভুক্ত ১০৫৯ টি গ্রামে গ্রাহক হয়রানি ব্যতিরেকে লাইন নির্মাণ সম্পন্ন করার জন্য সকল ঠিকাদারদের অনুরোধ জানান। এছাড়াও বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনা প্রতিরোধে সকল ঠিকাদারগণকে আরও বেশি সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন।

৭। সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন), জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম বলেন, মূল ঠিকাদারগণকে সাব কন্ট্রাক্টগণের কাজ এবং মালামালের তদারকি করতে হবে। সাব কন্ট্রাক্টগণ যাতে গ্রাহক হয়রানি করতে না পারে সেজন্য মূল ঠিকাদারগণকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। এছাড়া EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে যাবতীয় বিল গ্রহণের

৮। সদস্য (প্রশাসন) জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন অংশীজনদের উদ্দেশ্যে বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে সকলকে শুদ্ধাচারী হতে হবে। অংশীজনদের সহযোগীতা না পেলে দ্রুততম সময়ে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কাজ সম্পন্ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না। ঠিকাদারদের কাজে স্বচ্ছতা, মানবিকতা ও শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি ঠিকাদারের কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে কাজ করার তাগিদ দেন। অংশীজনদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে পেশাগত ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকলকে নির্মল চরিত্রের অধিকারি হওয়া, সময়ানুবর্তি ও নিয়মানুবর্তি হওয়া, উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, রুচিসম্মত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে ব্যক্তিগত আক্রোশ পরিহার শোভনীয় আচরণ করা আবশ্যক। অতঃপর অনুষ্ঠানের সভাপতি সদস্য (প্রশাসন) অংশীজনদের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত দিক নির্দেশনা প্রদান করেনঃ

(ক) চুক্তির মূল সময়সীমার মধ্যে লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন। লাইন নির্মাণে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি হয়। তারা বিদ্যুৎ সংযোগ প্রত্যাশিগণের নিকট হতে বিভিন্ন অজুহাতে অর্থ আদায়ের সুযোগ পায়।

(খ) বৈদ্যুতিক কাজের নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে মেনে লাইন নির্মাণ কাজ করা প্রয়োজন। ভুল শাট-ডাউনের কারণে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এমনকি প্রাণহানিও হচ্ছে। কাজের সময় যথাযথভাবে গ্রাউন্ডিং করাসহ সেফটি টুলস ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য । বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত বিভিন্ন বৈদ্যুতিক মালামাল, বিশেষতঃ দেশের বিভিন্ন এলাকা হতে বৈদ্যুতিক তার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হচ্ছে। মালামাল চুরি রোধের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ নৈতিকতা বজায় রাখা। কোন রকম Corrupt, Fraudulent, Collusive, Coercive বা Obstructive Practice এ না জড়ানো।

(ঙ) সাধারণত উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করা হয়ে থাকে। দরপত্রে পূর্ণ প্রতিযোগীতা বজায় রাখার স্বার্থে কয়েকজন অথবা কিছু সংখ্যক সরবরাহকারী যোগসাজশ করে দরপত্র মূল্যকে কে প্রভাবিত করার প্রবণতা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(চ) চুক্তিতে উল্লিখিত মালামাল সরবরাহ সময়সীমা যেমন প্রথম ধাপে ১২/১৬ সপ্তাহ ৫০% এবং দ্বিতীয় ধাপে ১৬/২০ সপ্তাহ ১০০%, তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন, লাইন নির্মাণ, সাব-স্টেশন নির্মাণের জন্য যে সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকে, তা যেন ঠিকাদার/সাপ্লাইয়ার কর্তৃক সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় সেদিকে সচেষ্ট থাকা দরকার।

(ছ) সরবরাহকারী যে দেশ থেকে মালামাল সরবরাহ করার বিষয়ে দরপত্রে উল্লেখ করেছেন, যে মডেল নম্বর দিয়েছেন, মডেলে যে সকল Accessories, Manufacture এর Model এ উল্লেখ রয়েছে তা যেন সবই সরবরাহ করা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মিটার, ট্রান্সফরমার Warranty Period শেষ হওয়ার অনেক আগেই নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু, ঠিকাদার/সাপ্লাইয়ার কর্তৃক যথাসময়ে পুনঃসরবরাহ/মেরামত করার ক্ষেত্রে কালক্ষেপণের প্রবণতা দেখা যায় । ফলে, গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে।

(জ) বাপবিবোর্ডের Tender Schedule-এ Packing এর যে Design, Length, Width, Height ও ভিতরে Separator দেওয়ার বিষয় উল্লেখ থাকে, তা যেন যথাযথভাবে পালন করা হয়। প্রায়শই দেখা যায় কাঠের Packing Box এ কাঠের পুরুত্ব কম পাওয়া যায়, আবার Treatment এর যে মান দেওয়া থাকে তা যেন যথাযথ হয়। Packing এ ঘাটতি থাকলে, মালামাল সমিতি পর্যায়ে পৌছানো এবং Field এ নিয়ে যথাযথভাবে Installation এ সমস্যা দেখা দেয়, পরিবহনের সময় মালামাল ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায়।

(ঝ) দরপত্র দাখিলের পর মূল্যায়ন চলাকালে অনেক সময় Clarification গ্রহণ করা হয়। Clarification এর বিষয়ে অন্য সরবরাহকারীর নিকট যাতে তথ্য Leak out না হয়। One stage, two envelop পদ্ধতিতে Technical Evaluation এ যারা Responsive হয় তাদেরকে Financial Offer Opening এ ডাকা হয়।এক্ষেত্রে যারা Technical Evaluation এ Non-Responsive হয়েছে তাদেরকে Financial Offer Opening এর তথ্য যেন না জানানো হয়। আবার Two Stage পদ্ধতিতে প্রথম পর্যায়ে মূল্যায়নের পর Individual সরবরাহকারীর সাথে TEC এর পৃথক Negotiation হয়। Negotiation এর বিষয়বস্তু যাতে অন্য সরবরাহকারীকে জানানো না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় টেন্ডার পাওয়ার জন্য প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হতে বিরত থাকা।

(ঞ) সরবরাহকারীদের কোন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তা লিখিতভাবে ক্রয়কারীকে জানাতে হবে। তবে জটিল ধরনের ক্রয়ক্ষেত্রে Specification সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে তা সমাধান করা কঠিন হয়ে যায়। অহেতুক মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হলে ক্রয়প্রক্রিয়ায় বিলম্ব দেখা দেয়। দরপত্র দাখিলের পর কোন স্পষ্টায়ন প্রয়োজন হলে তা যথাসম্ভব দ্রুত ক্রয়কারীকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে যাতে সংশোধনী দেয়া যায়।

সিদ্ধান্তঃ

(i) প্রতি তিন মাস অন্তর অংশীজনদের নিয়ে সরাসরি/zoomapps এর মাধ্যমে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সভার আয়োজন করা হবে;

(ii) সভার কার্যবিবরণী সকল অংশীজনদের নিকট পৌঁছে দেয়া এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে;

(iii) (iii) বাপবিবোর্ডের মাঠ পর্যায়ের সকল অংশীজন প্রতিষ্ঠানকে শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার আওতায় আনা হবে।

৯। ভার্চুয়াল সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫/৭/২০২০

(আবুল কালাম শামসুদ্দিন)
অতিরিক্ত সচিব ও সদস্য (প্রশাসন)
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড